# রূহানী সঙ্গীত-মালা।

## প্রথম খণ্ড।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম রূহানী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।
চাঁদপুর মৌলবী বাড়ী
পোঃ নাওতোলা। ত্রিপুরা।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩১

মূল্য ।০ আনা।

# রূহাণী সঙ্গীত-মালা।

## প্রথম খণ্ড।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম রূহাণী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।
চাঁদপুর মৌলবী বাড়ী
পোঃ নাওতোলা। ত্রিপুরা।

প্রথম সংস্করণ।

১৩৩১

মূল্য ।০ আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস
এসোসিয়েটেড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
অব্ দি এসোসিয়েটেড্ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং কোং লিমিটেড,
৪০নং কল্‌তাবাজার, ঢাকা

# নিবেদন

আজ সমগ্র বিশ্বের সন্নিকটে আমার একটী ক্ষুদ্র নিবেদন এই যে নানা কারণে এই সাময়িক কবিতা ও সঙ্গীত গুলি আমার অনিচ্ছা কৃত বিলম্বে মুদ্রিত হইলে ও বৎসরাধিক কাল হইতে ইহার শত শত সংখ্যা লক্ষ লক্ষ দেশ বাসীর আকুল কণ্ঠে দরিদ্রের পর্ণ কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর গগনস্পর্শী উন্নত প্রাসাদ কক্ষ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া আসিতেছে।

ইহার ক্রমিক রচনায় আমাকে কোন প্রকার ঐহিক পুরস্কারের লোভ ও তিরস্কারের ভয় প্রলুব্ধ কিম্বা বিচলিত করিতে পারে নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। কেবল এই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিক্ষা, সভ্যতার চরমোন্নতির যুগে আজ পৃথিবীর বিশেষতঃ আমার স্বদেশ ও স্বজাতির অভাবনীয় ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা বিশেষে যখন যাহা প্রত্যক্ষ বা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি তাহাই বিভিন্ন কবিতা বা সঙ্গীতের সুরে গাহিয়াছি। তবে ইহাতে কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষ কে লক্ষ্য করিয়া উহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অন্যায় উক্তি করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়না।

এইক্ষণ ইহার প্রতি বিশ্বপ্রেমিকগণের স্নেহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইবে। ইতি—

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম রুহানী।

# রূহাণী সঙ্গীত মালা।

## প্রভু আমার।

প্রভু আমার, শ্রষ্টা আমার,
পূজ্য আমার, আমার ধাতা ;
আজি তোমার নাম করিতে
ভয় করিনে বিশ্ব পাতা।

স্বদেশ আমার, জাতি আমার,
আমার পিতা, আমার মাতা,
আমি তোমার নাম করিতে
হান্‌লো ছুরি আমার ভ্রাতা।

তোমার ধর্ম্মে, তোমার কর্ম্মে ;
মানুষ হয় মোর জীবন দাতা ;
বাজাও তোমার প্রলয় ভেরী
কোথা আছ হে বিধাতা ?

জানি গো মোরা তুমি সত্য
এস্‌লামেরি প্রতিষ্ঠাতা ;
অত্যাচারীর ভয় করিনে
থাক্‌তে তুমি ভয়ত্রাতা।

( ২ )

# বীণা আমার ভাঙ্গবে কে ?

( ১ )

বীণা আমার ভাঙ্গবে কেগো ?
বীণা আমার ভাঙ্গবে কে ?
এ বীণায় দিচ্ছে সাঁড়া
বিশ্ব ভবের কর্ত্তা যে।
যতই ঘৃণা করিস্ তোরা,
বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ ছোরা,
হানিস্ যতই জোরে ততই
বীণা আমার বাজবে যে !
বীণা আমার ভাঙ্গবে কেগো ?
বীণা আমার ভাঙ্গবে কে ?

( ২ )

বাজে বীণা আপন মনে
নিত্য নবীন আন্দোলনে
নাইকো সুরের পরিণতি
একই সুরে বাজ্‌তেছে।
বীণা আমার ভাঙ্গবে কেগো ?
বীণা আমার ভাঙ্গবে কে ?

( ৩ )

কাঁদছে দূরে অতি দূরে
লক্ষ আঁখি বীণার সুরে
রুদ্ধ কর্ণ প্রতিবেশী
বুঝে না তাই হাস্‌তেছে ।
বীণা আমার ভাঙ্গবে কেগো ?
বীণা আমার ভাঙ্গবে কে ?

( ৪ )

কিসের শঙ্কা কিসের ভীতি
বিশ্ব প্রেমের করুণ গীতি
জাগাইল বীণার তারে
রক্ত আঁখির শ্রষ্টা যে ।
বীণা আমার ভাঙ্গবে কেগো
বীণা আমার ভাঙ্গবে কে ?

---

## মুক্তি বিষান ।

( ১ )

মুক্তি বিষান বাজ্‌লো কি আজ
সভ্য দেশের মাঝ্‌খানে ?
নবীন সাজে সাজ্‌লো জগৎ
কাল সমরের অবসানে ।

( ৪ )

উগ্রজারের নিষ্পেষনে
বল্‌শেভিকের আবাহনে
রুষের কণ্ঠে মুক্তি গাঁথা
জাগ্‌লো কি আজ নবীন তানে ?
মুক্তি বিষান বাজ্‌লো কি আজ
সভ্য দেশের মাঝ্‌খানে ?

( ২ )

ডিভেলেরা উগ্রবেশে,
বহাইল সভ্য দেশে,
রক্ত গঙ্গা হেসে হেসে,
লক্ষ ভায়ের বলিদানে।
মুক্তি বিষান বাজ্‌লো কি আজ
সভ্য দেশের মাঝ্‌খানে।

( ৩ )

ডাক্‌লো গাঁধী, লেনিন, জগ্‌লুল,
বল্‌রে ভাই সত্য কি ভুল ?
কে জাগালো নবীন সাড়া
বিশ্ববাসীর প্রাণে প্রাণে।
মুক্তি বিষান বাজ্‌লো কি আজ
সভ্য দেশের মাঝ্‌খানে ?

( ৪ )

ভারত্বাসী কারা বাসী
হলোরে ভাই হাসি, হাসি ;
"কোন পথের যাত্রী?" বলে
ডাক্‌ছে মায়ের সুসন্তানে।
মুক্তি বিষান বাজ্‌লো কি আজ
সভ্য দেশের মাঝখানে ?

---

## অভয় বাণী।

( ১ )

জাগ্‌রে এবার উঠ্‌রে এবার
দেখ্‌ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন
তোরাই ছিলি জগদ্‌গুরু
তোরাই আজি বিদ্যাহীন।
তোরাই ছিলি দিগ্বিজয়ী
কীর্ত্তি তোদের বিশ্বময়ী
তাজ কোহিনুর কোতব্‌মিনার
বিজ্ঞাপিছে রাত্র দিন।
জাগ্‌রে এবার উঠ্‌রে এবার
দেখ্‌ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

( ২ )

গ্রানাডা আর কর্ডো ভাতে
বাগ্‌দাদে আর মিশরেতে
যাও না রে ভাই দেখ্‌বে তোদের
বিদ্যা পীঠের লক্ষচিন্‌।
জাগ্‌রে এবার উঠ্‌রে এবার
দেখ্‌ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

( ৩ )

তোদের ভয়ে কাঁপত ধরা
স্মৃতি তোদের বিশ্ব ভরা
আজ্‌কে তোদের ডাক্‌ছে জগৎ
মূর্খ ভীরু দীনাতি দীন।
জাগ্‌রে এবার উঠ্‌রে এবার
দেখ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

( ৪ )

জাগ্‌রে তোরা উঠ্‌রে তোরা
বাজ্‌লো বুকে বিষম ছোরা
মুক্তি বিত্তে ধর্ম্মে কর্ম্মে
তোরাই কেবল পরাধীন ;
জাগ্‌রে এবার উঠরে এবার
দেখ্‌ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

( ৫ )

কর্ম্মবীরের সাজে সাজি
হুঙ্কারে ওঙ্কারে আজি
কাঁপায়ে নিখিল বিশ্ব
বল মোরা নয় কো হীন
জাগ্‌রে এবার উঠরে এবার
দেখ্‌ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

( ৬ )

শিরে নিয়ে খোদার কালাম
হিংসা বিদ্বেষ ক'রে হারাম
একাসনে ক্ষুদ্র, ভদ্র
হওনা আজি সমাসীন!
জাগ্‌রে এবার উঠরে এবার
দেখ্‌ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

( ৭ )

উড়ায়ে ধর্ম্মের ধ্বজা
ছেড়ে দে ভাই স্বার্থ পূজা
আবার তোদের বিজয় ভেরী
বাজ্‌বে জোরে চিরদিন
জাগ্‌রে এবার উঠরে এবার
দেখ চেয়ে ভাই মোস্লেমিন।

# ডাক।

( ১ )

(তোরা) কে কে যাবি ? আয়,
তোরা কে কে যাবি ? আয়।
আয়নারে ভাই আজ্‌কে সবাই
ডাক্‌ছে তোদের মায়
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ২ )

উঠ্‌লো বেজে প্রলয় ভেরী
আয়নারে ভাই সয়না দেরি
আকুল প্রাণে ডাক্‌ছে গাঁধী
আয় কে যাবি আয়
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ৩ )

তোদের সাথী ছিল যত
একে, একে সবাই গত
লক্ষ ভায়ের পরাণ গেল
মুক্তির আশায়।
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ৪ )

কোথা আলী ভ্রাতা দুই
ধর্ম্ম বলে দিগ্ বিজয়ী
কাঁপলো খোদার আরশখানি
যাদের বেদনায়।
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ৫ )

মোহাম্মদ হোশেন ধীর
মোজাদ্দেদ পূজ্য পীর
উচ্চারিয়ে খোদার বাণী
গেল জেল্ খানায়,
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ৬ )

কিচ্ লু, আজাদ, এয়াকুব, হাসান,
বাদ্‌সা মিয়া ভক্ত মহান
আশি লক্ষ শিষ্য যাঁহার
কাঁদ্‌ছে বাঙ্গালায়
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ৭ )

চিত্তরঞ্জন, সুরেন্, বীরেন,
মতিলাল, পূর্ণ, দ্বিজেন,
পঞ্জাবের কর্ম্মবীর
লালা লজপৎ রায়
তোরা কে কে যাবি আয়।

( ৮ )

চাঁদ মিয়া জমিদার,
শরৎ, বসন্ত আর
আক্রম রসিদ খান
আজিরে কোথায় ?
তোরা কে কে যাবি আয়

( ৯ )

নলিনী, নগেন্দ্র, নবীন,
হীরালাল, সত্য, যতীন,
কারা তীর্থে গেল সবি
মায়েরি সেবায়
তোরা কে কে যাবি আয়

---

( ১১ )

## সোনার তরণী ।

ডুবিয়ে গিয়েছে সোনার তরণী
অকুল সাগরে হায় ;
করমেরি ফলে, আজিরে অতলে
সব আশা ফুরিয়ে যায় ।

আয়রে সকলি, হয়ে গলাগলি
ছেড়ে দলাদলি আয়রে আয় ।
হয়ে এক মন করিয়ে ছেদন
ভেদের বাঁধন ডাকিরে আয় ।

যিনি বিশ্ব পাতা দয়াল বিধাতা
রাখিয়ে সর্ব্বথা তাঁহারি পায়
পাপ নত শির, ফেলে অশ্রুনীর
পাপী তাপী যত তরিয়ে যায় ।

ডুবিয়ে গিয়েছে সোনার তরণী
অকুল সাগরে হায় ;
করমেরি ফলে আজিরে অতলে
সব আশা ফুরিয়ে যায় ।

# স্মৃতি (১)।

মোস্লেম নন্দন,
রাজ্য সিংহাসন
তোদের এখন
নাহিরে আর।

করিছে বহন,
শিখি সিংহাসন
কোহিনূর ধন
গৌরব যাঁর

ধর্ম্মের বচন,
অসির ঝন্ ঝন্,
কামান গর্জ্জন
আছে কি আর ?

সপ্ত আশ্চর্য্যের
শ্রেষ্ঠ ভারতের
সৌন্দর্য্য তাজের
কীরিতি কার।

পাঞ্জাব, আলোর
লম্ঘান, লাহোর
অজেয় চিতোর,
পূর্ণ মেবার ;

আশৈল সাগর,
ভারত ঈশ্বর,
জগত ঈশ্বর,
উপাধি যাঁর।

পানিপথ আর,
মুক্ত পেশোয়ার,
হল্‌দিঘাট কার
স্মিরিতি ভার

নাহিরে এখন
কাসেম নন্দন
করিতে ছেদন
পাশবাচার

জল দস্যুগণ
অর্ণব লুণ্ঠন
করিল যখন
সাগর পার।

দুষ্টের দমনে
শিষ্টের পালনে
ভারত গগনে
পতাকা কার্।

উড়েছিল হায় ;
আজি এ ধরায়
রুদ্ধ হল প্রায়
ধরম দ্বার

সবক্‌ত গীন
মাহ্‌মুদ প্রবীন
সেহাব উদ্দিন
ভারত মার।

বীরেন্দ্র শাসক
সুযোগ্য সেবক
কোতব আইবক
নাহিরে আর।

হ'ল তিরোধান
মোগল পাঠান,
উলঙ্গ কৃপাণ
ফরিদ খাঁর

বিদ্যুৎ আকার
বধে না কো আর
শার্দ্দুল দুর্ব্বার
ভীষণাকার।

সপ্ত দশ জন
আসিল যখন
নরেশ লক্ষ্মণ
বিক্রম ভার।

বহেনি তখন
বঙ্গ সিংহাসন
করিয়ে অর্পণ
মানিল হার।

বাবর আক্‌বর
সম্রাট প্রবর
সাগর ভূধর
বিক্রমে যার।

হইত অধীর
কোথা জাঁহাগীর
শাজাহান বীর
তনয় যার।

রাজেন্দ্র সুধীর
কোথা আলমগীর
অত্যাচারী শির
ভাঙ্গে না আর।

আব্‌দালী কোথায় ?
নাহি এ ধরায়,
পানিপথ গায়
রক্ত ধারার।

রক্ত প্রস্রবণ
বহে না এখন,
কামান গর্জ্জন,
বীর হুঙ্কার।

সকলি নীরব *
তোদের গৌরব
আজিরে সে সব
প্রবাদ-সার।

তোদেরি ত সব
বিষয় বৈভব
আজম আরব
নিখিল ধরার।

তোদেরি ত সবি
প্রাচীন পৃথিবী
রছুলে আরবী
অগ্রণী যার।

শ্রেষ্ঠ ভাববাদী
মহান উপাধি
অনন্ত অনাদি
দিলেন যার।

কোথা মহাত্মন,
আমেনা নন্দন
করো নিবেদন
করুণাধার।

প্রভুর সকাশ,
হবে কি হতাশ ?
হবে কি নিরাশ
শিষ্য তোমার ?

---

# জন্মভূমির প্রতি।

তুই না মা পুণ্যভূমি
অমূল্য রতন খনি,
ভুষণ তোমারি মাগো
তাজ কোহিনুর মণি।

কোতব মিনার আর,
শিখি সিংহাসন যার
আজিও করিছে মুগ্ধ
সগৌরবে এ ধরণী।

শিল্প ও বাণিজ্য তব
বিশ্বব্যাপী ছিল সব
তোরই পণ্যে একদিন
পূর্ণ ছিল এ অবনী।

ঢাকা, দিল্লী, সিন্ধু, কচ্ছ
মস্‌লিনে যার ছিল উচ্চ
গৌরব নিখিল বিশ্বে
আছে কি আর তা এখনি?

তাঞ্জোরে গালিচা রুমাল
কাশ্মীরে নির্ম্মিত যে শাল
দুর্লভ জানিত ভবে
বিশ্ব পুরুষ রমণী।

সতরশ খৃষ্ট সালে
মোগল রাজত্বকালে
মস্‌লিন বর্জ্জন বিধি
বিলাতে হল যখনি।
তখনো ছিলে গো মা তুই
অমূল্য রতন খনি।

করলে মস্‌লিন ব্যবহার
দণ্ড দিবে দু হাজার
অপূর্ব্ব স্বদেশ ভক্তি
শিখালো মা কে তখনি ?

ভারতের রপ্তানিতে
অত্যধিক শুল্ক দিতে
বাধ্য ক'রে ছিলে যখন
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

———

# চরখা সঙ্গীত (১)

( ১ )

অন্ন বস্ত্র ধর্ম্মহারা
ব্যথিতের সেই অশ্রুধারা
থামিয়ে গেল ভাঙ্গিয়ে প’ল
ভীষণ দুঃখের কারা,
( ওগো ) জাগ্‌লো সবাই নূতনবেশে
পুত্র কন্যা দারা।
বলিয়ে গেল কর্ণেকেবা
সত্য একটী বাণী,
ঘুচিয়ে দেবে দৈন্যতোদের
সাধের চরখাখানি।

( ২ )

বাড়বে যত দমন নীতি,
থামিয়ে যাবে বিলাপগীতি,
আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি
সবই যাবে থেমে,
( ওইযে ) আকাশ থেকে শান্তিধারা
আস্‌বে ধীরে নেমে।

বলিয়ে গেল কর্ণেকেবা
সত্য একটী বাণী ;
ঘুচিয়ে দেবে দৈন্যতোদের
সাধের চরখাখানি ।

( ৩ )

বিবসন অনাহারী
লক্ষ, লক্ষ নর, নারী
দেশ্ সেবকের ইঙ্গিতে ভাই
চরখা লওনা হাতে,
( ওগো ) মরবেনা আর নগ্নদেহে
মরবেনা আর ভাতে ।
বলিয়ে গেল কর্ণেকেবা
সত্য একটী বাণী
ঘুচিয়ে দেবে দৈন্যতোদের
সাধের চরখাখানি ।

( ৪ )

চরখা রাণীর শক্তি যত
এক মুখে আর বল্‌ব কত ?
একাই পারে অন্ন বস্ত্র
করতে সবায় দান,

আয় কে যাবি চরখালয়ে
হিন্দু মুসলমান ?
বলিয়ে গেল কর্ণেকেবা
সত্য একটী বাণী,
ঘুচিয়ে দেবে দৈন্যতোদের
সাধের চরখাখানি।

( ৫ )

চরখা সেবা করলে সবে
কর্ম্ম নীতি শিখতে হবে
ঘরে খাটবে অর্দ্ধাঙ্গিনী
বাইরে খাটবে চাষা,
কাপাস ক্ষেতে পূর্ণ হবে
দেশের উচ্চ আশা।
বলিয়ে গেল কর্ণেকেবা
সত্য একটী বাণী
ঘুচিয়ে দেবে দৈন্যতোদের
সাধের চরখাখানি।

---

# চরখা সঙ্গীত (২)

( ১ )

ধর ভাই চরখা সবে
মহাত্মাজীর আদেশ মান,
করবে যদি চরখা তৈরি
গাছের গোড়ায় কুঠার হান।
গজারি আর আম, কাঠাল, জাম
বল্‌বরে ভাই আর কত নাম
সাজাইতে চর্‌খা এবার
বাগান খুজে গাছটী আন।
ধর ভাই চরখা সবে—
মহাত্মাজীর আদেশ মান।

( ২ )

হাদিছ বলে চরখা ধর
ধরিতে আর লাজ কিকর
চরখা সূতার কাপড় বুনো
তাই ত তোদের পরিত্রাণ।
ধর ভাই চরখা সবে
মহাত্মাজীর আদেশ মান।

( ৩ )

( স্বধু ) মুখের কথায় কাজ কি হবে ?
যেমনি দেশটী তেমনি রবে,
মুখে মুখে স্বরাজ পাবে
এই কথাটী মিথ্যা জান।
ধর ভাই চরখা সবে—
মহাত্মাজীর আদেশ মান।

( ৪ )

কাট্‌বেনা ভাই চরখা সুতা ;
হাতে ছাতা, পায়ে জুতা,
মাথায় টুপী সব্ বিলাতি
এইত তোদের ধর্ম্মজ্ঞান।
ধর ভাই চরখা সবে
মহাত্মাজীর আদেশমান।

( ৫ )

চরখা নাইকো নিজের বাড়ী
মিছে কথার বাড়া বাড়ি
চরখা সুতা না কাটিলে
থাক্‌বে কি আর কথার মান ?
ধর ভাই চরখা সবে
মহাত্মাজীর আদেশ মান।

---

# জাগো !

( ১ )

জাগোরে ভাই ত্রিংশ কোটী
পোহাইল কাল রজণী,
হরিল দস্যু তোদের
নিঃস্ব ক'রে সোণার খনি।
পাবেনা সুদিন ফিরে,
জগতে তোরাই কিরে
ঘুমিয়ে সব হারাবি ?
ডাক্‌ছে তোদের মা জননী।

( ২ )

গেলরে পরেরি হাতে
রাজ্য, ধন, ধরম সাথে
পড়িল তোদেরি মাথে
বিধাতারই ঘোর অশনি।

( ৩ )

পরের হাতে সকলি খাও ;
পরের মুখে কথাটী কও,
পরের ঘরে বস্ত্র দিয়ে
নগ্ন তোদের মা ভগিনী।

( ৪ )

আজি কে পর বিমুখ হ'লে
জীবন তোদের যাবেরে চলে
দিৰা লোকেই হবেরে আঁধার
চক্ষে তোদের এধরণী।

---

## ২। ( পরিচয় )

### প্রশ্ন

বল বল ভাই
একটী কথা আমরা জান্‌তে চাই
জান্‌তে পেলে হব সুখী
মনে আশা করছি তাই
বল বল ভাই
আচ্‌কান পায় জামা পরি
শিরে তুর্কি টুপী ধরি
হাতে ছাতা পায়ে জুতা
কে হে তোরা যাস্‌রে ভাই ?
বল বল ভাই,
একটী কথা আমরা জান্‌তে চাই।

( ২ )

নাই কি তোদের রূপার ছড়ি
হাজার টাকার চশ্‌মা ঘড়ি
মাথায় টেরী মুখে বিড়ি
তা যে তোদের কিছুই নাই
বল বল ভাই,
একটী কথা আমরা জান্‌তে চাই।

( ৩ )

দেখ্‌লে তোদের পুণ্য ছবি,
মনে পড়ে আল্লা নবী,
কোন বাগানের ফুলটী তোরা ?
কোন সমাজে তোদের ঠাঁই ?
বল বল ভাই
একটী কথা আমরা জান্‌তে চাই।

---

# পরিচয়।

( উত্তর )

( ১ )

মোস্‌লেম তনয় মোরা
মোস্‌লেম তনয়
প্রাণ্‌টী খুলে আজ্‌কে মোদের
দিচ্ছি পরিচয়
মোরা মোস্‌লেম তনয়।
যাচ্ছি মোরা শিক্ষা লয়ে,
ভায়ে ভায়ে আপন হয়ে
খোদার নামে দূর করেছি
সকল পাপের ভয়।
মোরা মোস্‌লেম তনয়

( ২ )

সত্য আল্লা সত্য নবী
বল্‌ছিরে ভাই আমরা সবি
নমাজ রোজা হজ্জ জকাৎ
করতে মোদের হয়—
মোরা মোস্‌লেম তনয়

( ৩ )

পঞ্চ সন্ধ্যা পড়ছি নমাজ
আজান দিয়ে ডাকছি সমাজ
বিশ্ব জোড়া ঐক্য মোদের
জগৎ ভরা জয়
মোরা মোস্‌লেম তনয়

( ৪ )

শিরে টুপী, হাতে কোরাণ,
সবাই মোরা ধর্ম্ম পরাণ
শিক্ষা মোদের ধর্ম্ম বিধান
শাস্ত্রে মোদের কয়
মোরা মোস্‌লেম তনয়।

( ৫ )

আরবী মোদের ধর্ম্ম ভাষা
পারবী শিখ্‌তে কর্‌ছি আশা
ধর্ম্ম মন্দির হচ্ছে মোদের
আরবী বিদ্যালয়
মোরা মোস্‌লেম তনয়

( ৬ )

আরবী রছুল আরবী কোরাণ
বেহেস্তের আরবী জবান
ধর্ম্মগুরুর বাক্য ভাইরে
মিথ্যা কভু নয়
মোরা মোস্‌লেম তনয়

( ৭ )

ছেড়ে ভিক্ষা ধরছি শিক্ষা
পাশ করিব সব পরীক্ষ
রাজ ভাষা আর মাতৃ ভাষাও
শিখ্‌তে মোদের হয়।
মোরা মোস্‌লেম তনয়।

( ৮ )

পরছিনে ফিন্ ফিনে ধুতি
কাট্‌ছিনে ভাই টেরী সিঁথি
মাথায় টুপী আছে মোদের
জাতের পরিচয়।
মোরা মোস্‌লেম তনয়।

( ৯ )

বলিনা কভু মিথ্যা কথা
দেই না কারো মনে ব্যথা
গুরু ভক্ত হচ্ছিরে ভাই
আমরা সমুদয়
মোরা মোস্‌লেম তনয়।

---

## ব্যবসা।

( ১ )

ভাইরে মুসলমানের ছেলে
ভাইরে মুসলমানের ছেলে,
কাজ করিলে মান যাবে তোর
কোন হাদিছে পেলে ?
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

( ২ )

ব্যবসা তোদের যতই ছিল
প্রতিবেশী সবই নিল
ঘরের ধন পরকে দিলি
আপন পায়ে ঠেলে।
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

( ৩ )

মিঠাইওয়ালা গোয়াল কুমার
তোদের মাঝে আছে কি আর
সবই অন্য ধোপা, নাপিত,
মেথর, মুচী, জেলে ;
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

( ৪ )

তোদের গাভী, তোদের দুগ্ধ,
গোয়াল বেটা কর্‌ছে মুগ্ধ
সেরেক দুধের দধি পাতে
পাঁচ সের জল ঢেলে।
ভাইরে মুসলামনের ছেলে।

( ৫ )

কুমার বেটা দিচ্ছে গণি,
া টাকা তোর মাটীর খনি,
পাঁচ শ টাকা হাড়ির মূল্য
তোদের কাছে মিলে।
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

( ৬ )

মিঠাইওয়ালার বড়ই দেমাগ
অল্প কথায় পায় বেশী রাগ
ক্ষতি পূরণ আদায় করে
মুসলমানে ছুলে।
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

( ৭ )

দেশ সেবকের কথা মান
ঘরের টাকা ঘরে আন
আর কত কাল পেঠের দায়ে
যাবিরে ভাই জেলে।
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

( ১ )

পীর পয়গম্বর তোদের জাতি
তারাই ছিল জোলা, তাঁতী,
কামার কুমার সবই ছিল
দেখ্‌না কেতাব মেলে ?
ভাইরে মুসলমানের ছেলে।

---

## ( বিশ্বধর্ম্ম )

( ১ )

এবার তোরা বল ভাইরে
এবার তোরা বল।
কোন ধরমের সত্য পথে
চল্‌বি তোরা চল।
ভাই রে এবার তোরা বল।
কোন ধরমের ছায়া তলে
বস্‌লে সবাই গলে গলে
মিশতে পারি স্নেহভরে
ভাঙ্গিয়ে সকল দল ?
তোরা বল।

( ২ )

কোন ধরমে ক্ষুদ্র, শূদ্র
কোন ধরমে ইতর, ভদ্র
একাসনে পানা হার
কর্‌তে পারি বল।
ভাই রে এবার তোরা বল।

( ৩ )

কোন ধরমে রাজাধিরাজ
এক সারিতে দাঁড়ায়ে আজ
দীনের সঙ্গে বিভু পদে
ফেল্‌ছে আঁখির জল।
ভাই রে এবার তোরা বল।

( ৪ )

ভেদের বাঁধন করি ছেদন
বিশ্ব প্রেমে সবাই আপন
দেখাইল বিশ্ব গুরু
কোন ধরমের ফল ?
ভাইরে এবার তোরা বল।

---

# আক্ষেপ

( ১ )

কোথায় মোদের দেশের নেতা
সাম্য বাদীগান্ধী জী ?
শোনালে যে মিলন বাণী
এই মিলনের অর্থ কি ?
আজ্‌কে তুমি কারাগারে
দেশ্‌টী গেল ছারে খারে
ভায়ে ভায়ে দলাদলি
স্বরাজ লাভের আশা কি ?
কোথায় মোদের দেশের নেতা
সাম্য বাদী গান্ধীজী ?

( ২ )

নাইকো প্রীতি নাইকো ভক্তি,
চুর্ণ হল ঐক্য শক্তি,
দেখ্‌বে কে আজ হাতে নিয়ে
স্বদেশ্‌ প্রেমের মাপ কাঠি,
কোথায় মোদের দেশের নেতা
সাম্য বাদী গান্ধী জী ?

( ৩ )

পাঞ্জাবের ধ্বংস নীতি
খেলাফতের শোক স্মৃতি
স্মরণ করে চোখের জলে
ডুব্‌ছে না আর ভারতবাসী।
কোথায় মোদের দেশের নেতা
সাম্য বাদী গান্ধী জী ?

( ৪ )

মতিলাল, চিত্ত রঞ্জন,
সরে গেল আর কত জন
ভিন্ন ভাবে আজ্‌কে তারা
গড়্‌লো ভিন্ন কমিটী।
কোথায় মোদের দেশের নেতা
সাম্য বাদী গান্ধী জী ?

( ৫ )

কোথায় ঐক্য ? কোথায় সে মিল ?
গো হত্যা আর পূজার মিছিল
বন্ধ করতে আজ্‌কে নাকি
হচ্ছে সভা সমিতি ?
কোথায় মোদের দেশের নেতা
সাম্য বাদী গান্ধী জী ?

# সত্য কাঁদা।

( ১ )

আর কেঁদো না মিছে কাঁদা

ভাসিয়ে নয়ন জলে।

পাবে না আর অন্তরঙ্গ

মুক্ত গগন তলে।

ধ্বসিয়ে যাও খঁসিয়ে যাও,

কালস্রোতে ভাসিয়ে যাও,

দুঃখ সাগরে ডুবিয়ে যাও

ভীষণ কর্ম্মফলে।

আর কেঁদো না মিছে কাঁদা

ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ২ )

প্রাণের মায়া ছাড়্‌বি কি তাই

অর্থ যে তোর স্বার্থ রে ভাই

অর্থ লোভে হান্‌লে অসি

লক্ষ ভায়ের গলে,

আর কেঁদো না মিছে কাঁদা

ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ৩ )

তোর দুঃখে না কাঁদ্‌বে ধরা
হিংসা যে তোর হৃদয় ভরা
সারা বিশ্বে একটি পরাণ
নাই কো আপন বলে
আর কেঁদো না মিছে কাঁদা
ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ৪ )

( ও তোর ) মিছে ধর্ম্ম, মিছে কর্ম্ম
মিছে কাঁদার নাইকো মর্ম্ম,
মিছে লোভে পড়্‌লে রে ভাই
ভবের নেশায় চলে ;
আর কেঁদো না মিছে কাঁদা
ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ৫ )

পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ,
ঊর্দ্ধ, অধঃ, আকাশ, জমিন,
বহু দূরে দাঁড়িয়ে দেখ
সকলি যায় টলে।
আর কেঁদো না মিছে কাঁদা
ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ৬ )

ধরার চক্র দেখ্‌বি যখন

দিক্ দিগন্ত ভুল্‌বি তখন

সত্য দেশে সত্য বেশে

আয়নারে ভাই চ'লে ?

আর কেঁদ না মিছে কাঁদা

ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ৭ )

ভবের কাঁদা সাঙ্গ হ'লে

ভাস্‌বিনে আর নয়ন জলে

ভায়ের সনে মিশবিরে ভাই

সত্য হৃদের বলে।

আর কেঁদো না মিছে কাঁদা

ভাসিয়ে নয়ন জলে।

( ৮ )

সত্য কাঁদা কাঁদবে যে দিন

মুক্ত হ'বে সবাই সে দিন

( তখন ) বিশ্ব প্রেমে পাষাণ হৃদয়

যাবেরে তোর গলে।

আর কেঁদো না মিছে কাঁদা

ভাসিয়ে নয়ন জলে।

---

# প্রাণের বীণা।

( ১ )

বাজরে আমার প্রাণের বীণা
বাজরে মোহন স্থরে
ভয় ভাবনা দুরে যাবে
সরিয়ে অতি দুরে।
চূর্ণ করি ভেদ নীতি,
বিশ্ব প্রেমের করুন গীতি,
গাও না রে প্রাণ, মধুর তানে
আঁধার বিশ্ব পুরে;
হাস্‌বেরে তোর নবীন উষা
খোদার দীপ্ত নুরে।

( ২ )

অসার আশার ক্ষীণা লোকে
স্বার্থপর বিশ্ব লোকে
উধাও হইয়ে প্রাণ
যেয়োনা আর দুরে,
ওই যে আমার প্রাণের বঁধু
দাঁড়ায়ে অদুরে।

( ৩ )

কৃপা যাঁহার শিশুর হাসি
স্মৃতি যাঁহার কুসুম রাশি
কীৰ্ত্তি যাঁহার পৌর্ণ মাসি
ব্যপ্ত সুরা সুরে
শক্তি যাহার মূর্ত্তিমান
জীবন্ত অঙ্কুরে।

( ৪ )

বিশ্ব লীলার অবসানে
বিশ্ব বাসী ফুল্ল প্রাণে
দেখ্‌বে যে দিন সত্য জ্যোতি
আশার উচ্চ “তুরে”
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌বে না আর
শত স্বর্গ হূরে।

( ৫ )

রূহানী তার লওনা শরণ
নাম্‌টী যাঁহার পতিত পাবন
তৃপ্ত করেন যিনি সত্য
প্রেমের তৃষ্ণা তুরে।
দেখ্‌বে রে যাঁর মোহন জ্যোতি
ভক্তির মুকুরে।

বাজরে আমার প্রাণের বীণা
বাজরে মোহন সুরে,
ভয় ভাবনা দুরে যাবে
সরিয়ে অতি দুরে।

---

## আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

( ১ )

ত্রিশ কোটি ভাই আমরা
ত্রিশ কোটি ভাই,
বিশাল ভারতে মোদের
শত্রু কেহ নাই
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।
আমরা হিন্দু মুসল মান
জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টান,
প্রতি বেশী ভারত বাসী
আমরা সবাই
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

( ২ )

আমরা পুলিশ চৌকিদার,
দারোগা আর জমাদার
একই গর্ভে ভারত মাতা
জন্মায়েছেন তাই
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

( ৩ )

নাইকো মোদের মরণের দুঃখ
ভায়ের হাতে কামান্ বন্দুক
মারবে না ভাই ভায়ের তরে
শাস্ত্র বলে তাই।
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

( ৪ )

একই দেশের আকাশ তলে
একই মায়ের স্নেহ বলে
প্রাণ ধরেছি একই ভাণ্ডের
অন্ন জল খাই,
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

( ৫ )

রোজায় পূজায় জুমাঈদে
মন্দিরে আর মস্‌জিদে
ভিন্ন ভাবে এক মনিবের
দরবারেতে যাই
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

( ৬ )

কেহ ডাকি রহমান
কেহ ডাকি ভগবান
ভেবে দেখ এক নমস্তের
চরণ তলে ঠাই
আমরা ত্রিশ কোটি ভাই।

---

## স্মৃতি। (২)

মোস্লেম নন্দন,
রাজ্য সিংহাসন,
তোদের এখন
নাহিরে আর।

ধর্ম্মের বচন,
অসির ঝন্ ঝন্,
কামান গর্জ্জন
আছে কি আর।

কোথা নেতৃবর,
বীরেন্দ্র ওমর,
ভীম ভয়ঙ্কর
প্রভাবে যার।

কোরেশ বর্ব্বর,
কেছ্‌রা ও কৈশর,
পারশ্য মিশর
চরণে যার।

হইল ভূনত,
শুধু অনুগত
এ জীব জগত
ছিল কি তার !

যাঁর অনুজ্ঞায়,
ছুটে ছিল হায়,
মরুভূমি গায়
নীলের ধার।

এ হেন সাধক,
অজেয় শাসক,
সত্য বিচারক
হবে কি আর ?

আসিলে উমর,
ভীম দণ্ড ধর,
খুলিয়ে সত্বর,
সমাধি দ্বার।

অত্যাচারীগণ
বুঝিত তখন
মোদের কেমন
অসির ধার।

হাম্‌জা মহাবলী,
বীর শ্রেষ্ঠ আলী,
মহা বীর্য্যশালী
খালেদ আর।

শোণিত প্লাবন,
বহাল যখন,
শত্রু অগনন,
শতেক বার।

রক্ষিতে জীবন,
হায়রে তখন,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
করিল সার।

মুতার প্রান্তরে,
একই সমরে,
নব অসি করে,
ভাঙ্গিল কার ?

মোস্লেম নন্দন
রাজ্য সিংহাসন
তোদের এখন
নাহিরে আর।

নাহিরে সে দিন
মুক্ত আজ্‌নাদিন
ধরিল যে দিন
রক্তের ধার।

এক লক্ষ আর
সত্তর হাজার
রোমক সংহার
সংগ্রামে যার।

এর মুক্ বক্ষ
দেখিল প্রত্যক্ষ,
বীর সপ্ত লক্ষ
ছিল কি ছার?

ওবেদার সঙ্গে
কি ভীষণ রঙ্গে
রক্তের তরঙ্গে
ভাসিল যার

শুষ্ক কলেবর ;
কোথা বীরবর,
বিজয়ী প্রবর,
এন্তাকি য়ার।

মোস্লেম নন্দন
রাজ্য সিংহাসন
তোদের এখন
নাহিরে আর।

কোথায় অলিদ,
কোথা বায়েজিদ,
হারুন রসিদ,
ধরমাচার।

কোথা শিরোমনী
মামুন এখনি
খোলা ফায়েবনি
আব্বাছিয়ার।

তারেক, ওকবা,
বালক খতিবা,
অতুল প্রতিভা
সমরে যার।

ওই যে খায়বার,
সিরিয়া কান্তার,
বক্ষ যাহার
স্মৃতি ভাণ্ডার।

নাহিরে ওস্‌মান,
আব্দুর রহমান,
সাহিত্য বিজ্ঞান
শিল্প কলার

সমাধি মক্কার,
পারশ্য হীরার
অজেয় বছ্‌রার
দুর্গ মালার।

আচার্য্য মহান ;
কীরিতি নিশান
আজিও হিস্পান
বহিছে যার।

প্রতি ধুলি কণা
দীপ্ত উদ্দীপনা
করিছে ঘোষণা
আজিও কার ?

মোস্লেম নন্দন
রাজ্য সিংহাসন
তোদের এখন
নাহিরে আর

নাহি বর্ত্তমান
সেই মুসলমান
কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞান
বিজ্ঞান যার।

ওই যে বদর
ওহোদ শিখর
রক্তের নির্ঝর
রক্তের ধার।

আকাশ বাতাস
বিশ্ব ইতিহাস
করিবে প্রকাশ
স্বষ্ট ধরার।

যত নদ নদী
প্রলয় অবধি
অতল জলধি
রতনা ধার।

মোস্লেম গৌরব ;
হবে না নীরব,
অনন্ত বিভব
ঘোষিবে আর।

---

## উদ্বোধন।

কে বলে নাই শক্তি মোদের ?
কে বলে নাই ভক্তি বল ?
কে বলে এস্‌লাম শূন্য
হয়েছে এ ধরাতল ?
কে বলে পেয়েছে লয়
ভবে সত্য ধর্ম্ম আজ ?
কে বলে হয়েছে চূর্ণ
সাধক মোস্লেম দল ?
এখনো রয়েছে ভরা
নদ নদী সিন্ধু জল,
এখনো খঁসেনি তার
ভাঙ্গেনি ওই হিমাচল।

এখনো প্রলয় ভেরী
বাজেনি ভীষণ রবে,
ফাটেনি সমাধি গর্ভ
উঠেনি সে কোলাহল।
এখনো চল্লিস কোটি
কণ্ঠ বিনিস্থত হায়
মধুর কোরান ধ্বনি
করে প্রাণ সুশীতল।
এখনো যে পঞ্চ সাঁঝে
গভীর আজান রব
ঢেলে দেয় বিশ্ব প্রাণে
শান্তি ধারা অনর্গল।
দাঁড়ারে মোস্লেম ফিরে
লয়ে তোদের দল বল
আল্লাহ আকবর রবে
কাঁপাইয়ে ভূমণ্ডল।
হয়নি হবেনা ব্যর্থ
অব্যর্থ কোরান বানী
হইবে ধর্ম্মের জয়
যাবে শত্রু রসাতল।

---

# ভ্রাতৃযুগল

কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে ;
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ১ )

কেঁদোনা ভারতবাসী
শোকের সাগরে ভাসি
ভাইরে—
ও ভাই, এ নহে বিলাপের দিন
দেখ চক্ষু খু'লে।
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ২ )

কালের কুহকে পড়ি
পায়ে বেড়ী হাতে কড়ি
ভাইরে—
ও ভাই, কারাযাত্রী নরসিংহ
ভ্রাতৃযুগল বলে।
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৩ )

যাচ্ছি মোরা কেবল দু'টি
আছরে ভাই তেত্রিশ কোটি
ভাইরে—
ও ভাই, কেঁদোনা আর বিদায় কালে
ভেসে নয়ন জলে
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৪ )

যাচ্ছি মোরা কারাগারে,
কেঁদোনা আর কেঁদোনারে
ভাইরে—
ও ভাই, সারা বিশ্ব কারা মোদের
কালামুল্লা বলে।
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৫ )

দুনয়া ছেজ্‌নুল্‌ মোমেনিন
আছেরে ভাই চিরদিন
ভাইরে—
ও ভাই, মুক্ত হবে একদিন
কেবল ধর্ম্ম বলে।
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৬ )

বিবসন অনাহারী
তেত্রিশ কোটি নর নারী
ভাইরে—
ও ভাই, সঁপিলাম তোদের আজি
বিভু চরণ তলে।
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৭ )

শুনি তোদের এ কাঁদন
কাঁপলো বিভুর সিংহাসন,
ভাইরে—
ও ভাই, থাক্‌বে না আর পাপের দুন্‌য়া
যাবে রসাতলে।
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৮ )

যদি হয় মোদের ফাঁসি
যাবো মোরা হাসি হাসি
ভাইরে—
ওভাই; কবরে, হাশরে মোদের
ডাক্‌বে শহীদ ব'লে,
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ৯ )

অধীর না হও পাছে
দুরে থাকি কিবা কাছে
ভাইরে—
ওভাই সঙ্গি মোদের খোদা আছে
মানুষের বদলে,
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ১০ )

মায়ের দু'টী পুত্র বন্দী
তাতে কি আর হবে সন্ধি
ভাইরে—
ওভাই, জ্যেষ্ঠ পুত্র আছে গান্ধী
অসহযোগ দলে,
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

( ১১ )

ছাড়িলে বিদেশী পণ্য
শক্তি তোদের হবে গণ্য
ভাইরে—
ওভাই, নতুবা সকলি শূন্য
তোদের কর্ম্ম ফলে,
কেঁদোনা আর ভেসে নয়ন জলে।

---

# গান্ধী বিদায়

বা

# অগ্নি পরীক্ষা।

এসহে ভারতবাসী

দেশ প্রেমে আজি মাতিয়া,

এসহে ভারতবাসী—

( ১ )

বন্দি বিশ্ব ধাতা চরনারবিন্দ

বন্দি নত শিরে ধর্ম্ম গুরু বৃন্দ

এস, কল্প তরু

দেশ-প্রেম-গুরু

গান্ধী পুণ্য ব্রত সাধিয়া।

এস হে হে ভারত বাসী

দেশ প্রেমে আজি মাতিয়া

এসহে ভারতবাসী—

( ২ )

সাম্য একতার পূর্ণ অবতার

নেতৃ শিরোমনি গান্ধী মহাত্মার

বিদায় লগনে,

প্রফুল্লিত মনে,

বিজয় সঙ্গীত গাহিয়া।

এসহে ভারতবাসী —

( ৩ )

এস, এস, আজি হিন্দু মুসলমান
এস ভারতের বৌদ্ধ খৃষ্টান
সুমধুর তানে
গান্ধী জয় গানে
উঠরে সকলি জাগিয়া
এসহে ভারতবাসী—

( ৪ )

অহিংসা অসহযোগ নীতি ধরি
অস্পৃশ্যতা দোষ নিত্য পরিহরি
গাঁধীর বচন,
করো রে পালন
এভেদ বন্ধন কাটিয়া।
এসহে ভারতবাসী

( ৫ )

চরখা ও খদ্দর করি প্রচলন
মুক্তির দুয়ার কর উদ্ঘাটন
আবার জাগিবে,
আবার উঠিবে
সোণার ভারত হাসিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ৬ )

রুদ্ধদেহী গান্ধী আজিরে কারায়
কিন্তু মুক্ত গান্ধী ধরিত্রীর গায়—
প্রতি ঘরে ঘরে
মানব অন্তরে
বিরাজিছে দেখ চাহিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ৭ )

প্রাচ্য প্রতীচ্য হেরিল চকিতে
কণ্টকিত দেশ, ধর্ম্ম, উদ্ধারিতে
যে মহান শিক্ষা,
অগ্নি পরীক্ষা,
আসিল ভূতলে নামিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ৮ )

প্রচণ্ড পাবকে শোধিত কাঞ্চন
হবে কি মলিন? হবেরে কখন?
কাহার শকতি,
অটল ভকতি,
রাখিবে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ৯ )

চূর্ণ হইলে হিমাদ্রি শিখর
খসিয়া পড়িলে তারকা নিকর
পাইবে কি ভয়,
অটল হৃদয়ে,
উঠিবে কি আর কাঁপিয়া ?
এসহে ভারতবাসী—

( ১০ )

বাজিলে জগতে প্রলয় বিষাণ
টলিবে না সত্য সাধক পরাণ,
এবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
হলে খণ্ড খণ্ড
যাইবে কি সত্য ভাঙ্গিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ১১ )

জয় মহাত্মন্, গান্ধী মহাপ্রাণ
অন্ধ ভারতের দিব্য নেত্রদান
করিলে হেলায়,
নিখিল ধরায়,
দীপ্ত নবযুগ আনিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ১২ )

নানক কবীর বুদ্ধ সুমহান
মিশ্রিত ভারতে যেই ভেদজ্ঞান
করিতে হরণ,
পারনি কখন,
করিলে গো তুমি আসিয়া।
এসহে ভারতবাসী—

( ১৩ )

ত্রিশ কোটি কণ্ঠ আল্লাহু আক্‌বার
বন্দেমাতরম্ কল্যাণে তোমার
আশৈল সাগরে,
গাহে সমস্বরে,
ভেদনীতি আজি ছাড়িয়া,
এসহে ভারতবাসী—

( ১৪ )

বিশ্ব মানবের মঙ্গল সাধনে
ফলিল তোমার আদর্শ জীবনে
অযুত সাধনা,
দীপ্ত প্রেরণা,
যাইবে কি আর থামিয়া ?
এসহে ভারতবাসী—

———

## মিছে এ জীবন।

( ১ )

মিছে এ জীবন গেল
আর না আসিবে ফিরে,
একে একে গেল সবি
ভাসাইয়ে শোক নীরে।
চলে গেছে পিতামহ
পিতমহী পিতা সহ
গিয়েছে সকলি আজি
আঁধারে মিশিয়ে ধীরে

( ২ )

কবে চ'লে যাবো আমি
জানে তা জগত স্বামী
দিশে হারা বসে আমি
ভাবি কাল সিন্ধু তীরে।

( ৩ )

দয়া কর দয়াবান
তুমি সত্য রহমান
স্বরিতে বাসনা আজি
তব পদ লয়ে শিরে।

---

# বিদায় সঙ্গীত।

( ১ )

বিদায়ের দিনে আজি
উঠিল হৃদয় কাঁপিয়া ;
বিদায়ের দিনে আজি—
এ বিশ্ব জগতে কে আছে এমন ?
বিদায়ের কথা করিলে শ্রবণ,
বহেনা যাহার,
তপ্ত অশ্রুধার,
বিরহ বেদনা ভাবিয়া।

( ২ )

না জানি কি প্রেমে মানবের প্রাণ
গড়াইল সেই করুণা নিদান ?
এ মায়া ভবনে
মায়ার বাঁধনে
রেখেছে সকলি বাঁধিয়া।

( ৩ )

মিলনে আনন্দ, মিলনে উৎসব,
বিচ্ছেদ কামনা করেনা মানব,
তাই পরস্পরে
স্নেহ প্রেম ভরে
রয়েছি আমরা মাতিয়া।

( ৪ )

ভুলিব কেমনে বিদায় লগনে
একে একে আজি পড়িতেছে মনে
সেই স্নেহ প্রীতি
মিলনের স্মৃতি
রেখেছি হৃদয়ে আঁকিয়া।

( ৫ )

নিত্য এ বিরহ রবেনা কখন
বিধির বিধানে আবার মিলন
হ'তে পারে কভু
ভাবিতেছি তবু
কেমনে যাইব ছাড়িয়া !

( ৬ )

বিদায়ের শেষে করি-নিবেদন
ক্ষম অপরাধ ওহে বন্ধুগণ,
ভুল ত্রুটী যত
ভুলিয়ে সতত
কুশল সবার মাগিয়া।

---

সমাপ্ত।